রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ২৯, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৪ কার্তিক, ১৪১৪ বাং/ ২৯ অক্টোবর, ২০০৭ খ্রিঃ

নং ৩১ (মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৪ কার্তিক, ১৪১৪ বাং/ ২৯ অক্টোবর, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো।

অধ্যাদেশ নং ৩১, ২০০৭

আইন শৃংখলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু জনস্বার্থে, আইন শৃংখলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার জন্য সরকারী কর্মকর্তা বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে কতিপয়

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে গ্রহণ করিয়া দন্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা অর্পণ করিয়া মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই অধ্যাদেশ মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(ক) "এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট;

(খ) "চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট;

(গ) "চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঘ) "জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঙ) "ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট;

(চ) "তফসিল" অর্থ এই অধ্যাদেশের তফসিল;

(ছ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(জ) "মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঝ) "মোবাইল কোর্ট" অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত মোবাইল কোর্ট।

৩। **অধ্যাদেশের প্রাধান্য** ।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

৪। **মোবাইল কোর্ট পরিচালনা** ।—আইন শৃংখলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার স্বার্থে আবশ্যক ক্ষেত্রে কতিপয় নির্ধারিত অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে গ্রহণ করিয়া দন্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় ভ্রাম্যমান কার্যক্রম সম্পাদিত হইবে যাহা " মোবাইল কোর্ট " নামে অভিহিত হইবে।

৫। **মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ** ।—(১) সরকার সমগ্র দেশে কিংবা যে কোন জেলায় যে কোন সরকারী কর্মকর্তা বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে, এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাহার আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে যে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে, আইন শৃংখলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আইন শৃংখলা রক্ষা ও অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পাদন করিবার সময় তফসিলে বর্ণিত আইনের অধীন কোন অপরাধ, যাহা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য, তাহার সম্মুখে সংঘটিত হইয়া থাকিলে তিনি উক্ত অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলেই আমলে গ্রহণ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া, এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, দন্ড আরোপ করিবেন।

৬। **দন্ড আরোপের সীমাবদ্ধতা** ।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন দন্ড আরোপ করিবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে যে দন্ডই নির্ধারিত থাকুক না কেন অর্থদন্ড ব্যতীত অন্য কোনরূপ দন্ড আরোপ করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আরোপিত অর্থদন্ড স্বেচ্ছায় আদায় করা না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনাদায়ে অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড আরোপ করা যাইবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন অর্থদন্ড আরোপ করিবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আইনে কোন অপরাধের জন্য যে অর্থদন্ড নির্ধারিত রহিয়াছে উক্ত অর্থদন্ড বা অর্থদন্ডের নির্ধারিত সীমার মধ্যে যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন যে পদ্ধতিতে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড আদায়যোগ্য বা আরোপনীয় হইয়া থাকে, এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপিত অর্থদন্ড ও কারাদন্ড অনুরূপ পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য ও আরোপনীয় হইবে।

৭। **ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ**।—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটগণের তাহাদের নিজস্ব আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া দন্ড আরোপের ক্ষমতা থাকিবে।

৮। **মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে পুলিশ, ইত্যাদির সহায়তা প্রদানের বাধ্যবাধকতা**।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী সরকারী কর্মকর্তা, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চাহিলে পুলিশ, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান অনুরূপ সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে, উক্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী সরকারী কর্মকর্তা, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংশ্লেষে তল্লাশি (search), জব্দ (seizure) এবং প্রয়োজনে জব্দকৃত পচনশীল বা বিপদজনক (hazardous) বস্তু বিলিবন্দেজ (disposal) করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট বিধান, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিতে হইবে।

৯। **আপীল**।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপিত দন্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের দায়রা জজ বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন দায়রা জজের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) দায়রা জজ বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন দায়রা জজ নিজে উক্ত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবেন অথবা উহা শুনানীর জন্য তাঁহার অধীনস্ত যে কোন অতিরিক্ত দায়রা জজ বা, ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন দায়রা জজের নিকট শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৪ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১০। **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ**।—এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত, বা কৃত বলিয়া বিবেচিত, কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি মোবাইল

কোর্ট পরিচালনাকারী সরকারী কর্মকর্তা বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা রুজু করিতে পারিবেন না।

১১। **তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

১২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

তফসিল

[ধারা ৫(২) দ্রষ্টব্য]

(১) Public Gambling Act, 1867 (Act No. II of 1867);

(২) Railways Act, 1890 (Act No. IX of 1890);

(৩) Electricity Act, 1910 (Act No. IX of 1910);

(৪) Cinematograph Act, 1918 (Act No.II of 1918);

(৫) Highways Act, 1925 (Act No. III of 1925);

(৬) Places of Public Amusement Act, 1933 (Bengal Act No. X of 1933)।

(৭) Protection and Conservation of Fish Act, 1950 (East Bengal Act No. XVIII of 1950);

(৮) Animals Slaughter (Restriction) and Meat Control Act, 1957 (E. P Act No. VIII of 1957);

(৯) Pure Food Ordinance, 1959 (East Pakistan Ordinance No. LXVIII of 1959);

(১০) Censorship of Films Act, 1963 (Act No. XVIII of 1963);

(১১) Public Examinations (Offences) Act, 1980 (Act No. XLII of 1980);

(১২) Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. IV of 1982);

(১৩) Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982 (Ordinance No. XII of 1982);

(১৪) Chittagong City Corporation Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXV of 1982);

(১৫) Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 (Ordinance No. XL of 1983);

(১৬) Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ordinance No. LV of 1983);

(১৭) Breast-Milk Substitutes (Regulation of Marketing) Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXIII of 1984);

(১৮) Khulna City Corporation Ordinance, 1984 (Ordinance No. LXXII of 1984);

(১৯) Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXVII of 1985);

(২০) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ৩৮ নং আইন);

(২১) অস্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৬ নং আইন);

(২২) ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮৯, (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন);

(২৩) পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন);

(২৪) সিলেট সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১০ নং আইন);

(২৫) বরিশাল সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১১ নং আইন);

(২৬) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন);

(২৭) সার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬ নং আইন); এবং

(২৮) Penal Code (Act No. XLV of 1860) এর sections 143-45, 147, 148, 152, 153, 160, 183-189, 225, 264-267, 269-276, 290-298 এবং 352-358।

তারিখ ঃ ১৪ কার্তিক ১৪১৪ বঙ্গাব্দ / ২৯ অক্টোবর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।